বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সংস্কারের সুপারিশমালা উপস্থাপন ও মতবিনিময় সভা

২৯ জুলাই ২০০৭

সিরডাপ মিলনায়তন, ১৭ তোপখানা রোড, ঢাকা

আয়োজনেঃ স্থানীয় সরকার পলিসি অ্যাডভোকেসি ফোরাম (পিএএফ)

স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং দায়িত্ব-কর্তব্য অর্পণের মাধ্যমে বাংলাদেশে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি জনগণের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা। বিগত এক দশকে সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ কাজে নিবেদিত প্রতিষ্ঠান সমূহ, গবেষক, নীতি-নির্ধারক, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার/ সহযোগী এবং স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে স্থানীয় সরকার এবং বিকেন্দ্রীকরণ সংক্রান্ত বিষয়গুলো আলোচনা ও বির্তকের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিনত হয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে ইউএসএআইডি'র সহযোগীতায় পরিচালিত আরটিআই ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক বাস্তবায়িত গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার কার্যক্রম (ডিএলজিপি)র সহায়তায় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে নীতি নির্ধারণী কৌশল, সম্ভাব্য সহযোগী সংগঠন, এ্যাডভোকেসি ইস্যু এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার পলিসি অ্যাডভোকেসি ফোরাম (পিএএফ) গঠন করা হয়েছে। বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন, আইন প্রণয়নকারী, গবেষক, বিশেষজ্ঞ এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদের খোলামেলা মতবিনিময় সূত্রপাত করাই পলিসি অ্যাডভোকেসি ফোরামের মূল কাজ।

সম্প্রতি ডিএলজিপি'র সহযোগী সংগঠন ডেমক্রেসিওয়াচ-এর সহায়তায় বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ ফোরাম (বিইউপিএফ)-এর দেশব্যাপী ৬টি বিভাগে ধারাবাহিক কর্মশালার মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের সংস্কারের কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উঠে এসেছে। বিভাগীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ৬টি কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ মাননীয় সচিব মহোদয়, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গতিশীল ও শক্তিশালীকরণ কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ও সরকারের নীতি-নির্ধারকদের সদয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হলঃ

১. অধ্যাদেশ/ আইনগত

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ৫৯ ধারায় বর্ণিত 'স্থানীয় শাসন' শব্দটির পরিবর্তে 'স্থানীয় সরকার' উল্লেখ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী ৯ ও ৬০ এর ধারাতেও শব্দগত পরিবর্তন আনতে হবে। এক্ষেত্রে ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় শব্দগত তারতম্য দূর করে সংশোধনী অতি জরুরী।

২. স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ/ অ্যাক্ট এর বিভিন্ন ধারা-উপধারার নির্বাচিত অংশ পুনর্মূল্যায়ন ও সংশোধন করে জরুরি ভিত্তিতে ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভা/ উপজেলা পরিষদ -এর দায়বদ্ধতা, দায়িত্ব, স্বচ্ছতা, কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্ক, বিধিমালা তৈরি, ব্যবস্থাপনা এবং তত্ত্বাবধান ব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে হবে। স্থানীয় সরকারের অধ্যাদেশ/ অ্যাক্ট এমনভাবে সংশোধন হবে, যেন তা স্বচ্ছতা, সামাজিক দ্বায়বদ্ধতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।

৩. সংবিধান পরিপন্থী বা সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন অধ্যাদেশের ধারা, জারিকৃত পরিপত্রসমূহ, প্রজ্ঞাপন ও নোটিশ বাতিল করতে হবে।

৪. ১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশে ৩৮ ধারায় বর্ণিত স্ট্যান্ডিং কমিটি সম্পর্কিত বিধি আরো সুস্পস্ট ও নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদের বাজেটে স্থায়ী কমিটিসমূহের কার্যক্রমের ব্যয়ভার নির্বাহের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

৫. একটি সমন্বিত স্থানীয় সরকার আইন প্রবর্তন করতে হবে, যা বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় সরকার আন্তঃসম্পর্ক এবং সকল স্তরের স্থানীয় সরকার সমুহের মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক তৈরিতে সহায়তা করবে।

৬. স্থানীয় সরকার আইনে, এনজিও সহ স্থানীয় সরকারের ভৌগোলিক এখতিয়ারের মধ্যে পরিচালিত যে কোনো উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম, পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করার কর্তৃত্ব প্রদান করতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটিগুলোতে নাগরিকদের সদস্যপদ নিশ্চিতকরণের আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এ ধরনের পর্যবেক্ষণ ও তদারকির কাজের আইনগত ভিত্তি দিতে হবে।

৭. ১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশে (সংশোধনীসহ) ৮১ ধারায় জনপ্রতিনিধিদেরকে 'পাবলিক সার্ভেন্ট' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। 'পাবলিক সার্ভেন্ট' এর পরিবর্তে 'পাবলিক রিপ্রেজেনটিটিভ' কথাটি অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

৮. নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন দ্বৈত শাসনের সৃষ্টি করছে। এক্ষেত্রে ৯টি আসনের মধ্যে পর্যায়ক্রমে ৩টি আসন শুধু নারীর জন্য নির্দিষ্ট করা তাতে নারীরা পরস্পরের প্রতিন্দ্বন্দী হবে।

৯. স্থানীয় সরকারের বিচার ব্যবস্থা ও ক্ষমতা বাস্তবসম্মত ভাবে সংস্কার করতে হবে (গ্রাম আদালতের ফিস ও বিচারের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং রায় কার্যকর করার পর্যাপ্ত ক্ষমতা) এবং গ্রাম আদালতকে বিধানসম্মত ভাবে কার্যকর করার ব্যবস্থা করতে হবে।

২. স্থানীয় সরকারের কাঠামোগত

১. একটি স্বাধীন, নির্দলীয়, নিরপেক্ষ ও স্থায়ী স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করতে হবে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন বা পরিপত্র জারি, বাজেট বা সরকারী বরাদ্দ নির্ধারণ ইত্যাদি স্থানীয় সরকার কমিশন এর সুপারিশের ভিত্তিতে করতে হবে।

২. গ্রামীণ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় তিন স্তর বিশিষ্ট নির্বাচিত স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ও ইউনিয়ন পরিষদ) ব্যবস্থা চালু করতে হবে। তিনটি স্তরের মধ্যে কার্যক্রম ও ক্ষমতার ভারসাম্য এবং সমন্বয় কিভাবে রক্ষা করা যায় তা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

৩. 'ওয়ারেন্ট অফ প্রিসিডেন্স' সুস্পষ্ট হতে হবে এবং তাতে স্থানীয় সরকারের সকল প্রতিনিধিদের পদমর্যাদা সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে।

৪. চেয়ারম্যান, সদস্য ও নারী সদস্যসহ সকল কর্মচারীর কর্মপরিধি (Job description), ক্ষমতা ও অধিকার সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

৫. সকল জনপ্রতিনিধি, গ্রাম পুলিশ ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করে বাস্তবসম্মত করতে হবে।

৬. সংবিধানের মূল চেতনার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ গ্রাম সরকারের বিধান বাতিল করতে হবে।

৩. সরকারি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত

১. স্বাধীন, নির্দলীয়, নিরপেক্ষ ও স্থায়ী স্থানীয় সরকার কমিশন এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হবে।

২. স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা স্থায়ী স্থানীয় সরকার কমিশন দ্বারা পরিচালিত হবে। কমিশন আন্তঃসরকার অর্থ বন্টন, নীতিমালা প্রণয়ন, অডিট ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করবেন।

৩. সংসদ সদস্যদের স্থানীয় সরকারের কার্যক্রমে জড়িত হওয়া ক্ষমতা বিভাজনের মৌলিক নীতির সুস্পস্ট লংঘন। তাই স্থানীয় সরকারের কাজে সাংসদদের হস্তক্ষেপ আইনের মাধ্যমে রোধ করতে হবে।

৪. স্থানীয় সরকারের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ/ মালামাল বন্টনে কিংবা প্রকল্প বাস্তবায়নে ইউপি ব্যতিত অন্য কারো সুপারিশ কিংবা অংশীদারিত্ব থাকতে পারবে না। সকল সরকারী বরাদ্দ সরাসরি ইউপিকে দিতে হবে

৪. ব্যবস্থাপনা বিষয়ক

১. দেশের জনসংখ্যা (জাতিয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার আলোকে) বিবেচনা করে ন্যূনতম তিনজন মহিলা গ্রাম পুলিশ নিয়োগ দিতে হবে।

২. ইউপির হিসাব ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারিভাবে একজন সহকারী হিসাবরক্ষক/ হিসাব সহকারী এবং প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের সুবিধার্থে একজন ড্রাফ্টসম্যান (Draftsman) নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. সময়োপযোগী ও কার্যকর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। স্থানীয় সরকারসমুহের চাহিদার নিরীখে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এনআইএলজি, বার্ড ও আরডিএ'র মতো জাতীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমুহের পূণর্গঠন এবং দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগকে সমন্বিত করতে হবে ।

৫. অর্থায়ন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত

১. জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে অর্থ বন্টনের ক্ষেত্রে অবশ্যই একটি স্বচ্ছ আন্তঃসরকার অর্থ বন্টন নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে যা রাজনৈতিক ক্ষমতা অপব্যবহারের সুযোগ ও বরাদ্দের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা হ্রাস করবে।

২. ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের উৎসসমূহঃ স্থানীয় হাটবাজার, জলমহল, খেয়াঘাট, শ্যালোঘাট এবং খাসজমি ইজারা দেয়ার ক্ষমতা অবিলম্বে ইউপি'র কাছে ফেরৎ দিতে হবে।

৩. কেন্দ্রীয় হস্তান্তর (এডিপি ও থোক বরাদ্দ) সরাসরি ইউপি'র ব্যাংক হিসাবে আসতে হবে। এলজিএসপি'র আঙ্গিকে সরকারি বরাদ্দ (কাবিখা, কাবিটা, টিআর প্রভৃতি) সরাসরি ইউপিতে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. ইউপি'র জন্য বাস্তবসম্মত ও আধুনিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়ন (প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নির্ধারিত আর্থিক সীমা উঠিয়ে দিয়ে) এবং তা বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে।

৫. ভূমি হস্তান্তর করের অংশ ১% থেকে বাড়িয়ে ৫% সরাসরি ইউপিকে দিতে হবে। এ টাকা খরচের সম্পুর্ণ স্বাধীনতা ইউপি'র থাকবে। এ ক্ষেত্রে ভূমি অফিস সরাসরি ইউপি'র ব্যাংক হিসাবে এ টাকা জমা করবে এবং এর অনুলিপি উর্দ্ধতন রাজস্ব দপ্তরে সরবরাহ করবে।

৬. মডেল ট্যাক্স শিডিউল ২০০৩ যুগপোযোগী করে বাজার মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণ কর হার নির্ধারণ করতে হবে এবং বাণিজ্যিক কর ও অন্যান্য করের পরিধি বাড়াতে হবে।

৭. সরকারিভাবে নিয়মিত অডিট -এর ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে। প্রতিবেদনবিহীন অডিটের জন্য সংশ্লিষ্ট অডিট কর্তৃপক্ষকে দায়ী করার বিধান থাকতে হবে।

৬. জনঅংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বিষয়ক

১. ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ ১৯৮৩ -এর ধারা ৩৮(৪), ৪১, ৪৭ ও ৫১ বাস্তবসম্মত ভাবে সংশোধন করে ইউপি'র সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে স্পষ্ট আইন প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

২. বাস্তবতার নিরীখে ১৩টি স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রয়োজনীয়তা এবং ইউপি'র পক্ষে এতগুলো কমিটি কার্যকর করা আদৌ সম্ভব কিনা তা পূণর্বিবেচনার দাবি রাখে। স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহের বর্তমান বিধান পর্যালোচনা করে সুনির্দিষ্ট কাজের ভিত্তিতে সেগুলোর পুনর্গঠন এবং তাদের কাজের পরিধি সুনির্দিষ্ট করতে হবে। কমিটিতে স্থানীয় জনগণের মধ্য থেকে দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিদের সদস্য হিসাবে রাখার বিধানসহ কমিটিগুলো কার্যকর করতে তাদের জন্য ইউপি বাজেটে আর্থিক বরাদ্দের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৩. স্থানীয় সরকারের সকল স্তরে দ্রুত নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা সরাসরি জনগনের কাছে রাখতে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে (এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার কমিশন তদারকি করবে)।

৭. এসোসিয়েশন সম্পর্কিত

স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মুখপাত্র হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে স্থানীয় উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য বিনিময়, দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা (দর কষাকষি) করার জন্য একটি জাতীয় স্থানীয় সরকার এসোসিয়েশন/ ফোরাম থাকা অবশ্যক। দীর্ঘ মেয়াদে, এই এসোসিয়েশন/ ফোরাম স্থানীয় সরকারসমুহের দক্ষতা বৃদ্ধির কাজে সহায়তা প্রদান করবে। সরকারের তরফ থেকে স্থানীয় সরকারের এসোসিয়েশন গুলোকে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, অফিস ব্যবস্থাপনা ও সভায় সংসদীয় পদ্ধতি চর্চাকারী সংগঠন সর্বাগ্রে স্বীকৃতি পাবার দাবী রাখে।